اَلبَاعِث

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৫০ তম নাম 'البَاعِث' (Al Ba'ith) আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'البَاعِث' শব্দের মূল ث - ع - ب , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৬৭ বার এসেছে। পুনরুজ্জীবিত করা, উঠানো, সামনে পাঠানো, পাঠানো ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ البَاعِث অর্থ: 'যিনি কেয়ামত দিবসে পুনরুত্থানকারী'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَأَنَّ اَلسَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اَللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِى اَلْقُبُورِ ﴿٧﴾

আর কেয়ামত অবশ্যই আসবে, তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে আল্লাহ অবশ্যই তাদের পুনরুত্থিত করবেন। **(সূরা আল হাজ্জ: আয়াত নং ৭)**

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اَللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوٓاْ أَحْصَاهُ اَللَّهُ وَنَسُوهُ وَاَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾

যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন, সেদিন আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের অবহিত করবেন। আল্লাহ তার (তাদের কৃতকর্মের) হিসাব রেখেছেন, কিন্তু তারা তা ভুলে গেছে। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী। **(সূরা আল মুজাদালা: আয়াত নং ৬)**

وَهُوَ اَلَّذِى يَتَوَفَّاكُم بِاَللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِاَلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

তিনিই রাতের কালে তোমাদের মৃত্যু দেন এবং তিনি জানেন দিনের বেলায় তোমরা যা করো তারপর তিনি তোমাদের জাগিয়ে তুলেন যাতে করে নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে

হবে এবং তিনি তোমাদের অবগত করবেন তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। **(সূরা আল আনআম: আয়াত নং ৬০)**

<u>বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ শরীফের হাদীস :</u>

اللهم آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

‘হে আল্লাহ, আমাকে দুনিয়াতে কল্যাণ ও আখেরাতে কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের আযাব থেকে আমাকে বাঁচাও’।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! মৃত্যুর পরে আল্লাহ আমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করে বিচারের দিন আমাদের দুনিয়ার জীবনের সমস্ত কার্যকলাপের হিসাব নেবেন। সেই কঠিন দিবসের জন্য আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করি। দুনিয়ায় নেক আমল ছাড়া সেদিন পরিত্রাণের কোনো রাস্তা নেই।

আসুন, আমরা সৎ কাজ করি এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকি, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করি। তাহলে আমরা বিচারের দিন আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।